ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ

হগয় ১ অধ্যায় ৩-১১ পদ

নতুন বৎসরে আমরা "**পুনরায় শুরু করা,**" এই শিরোনামে হগয় ১ অধ্যায় ১-৪ পদ থেকে প্রভুর বাক্য শিখেছি। সেদিন আমরা দুটি বিষয় শিখেছিলাম, আর তা হল, **(১) সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাওয়া,** এবং **(২) আমাদের আনন্দ নয়, কিন্তু ঈশ্বরকেই প্রথম স্থান দেওয়া**। প্রথমে আমরা হগয় ভাববাদীর দ্বারা ঈশ্বরের সেই বাক্যের প্রেক্ষাপট দেখেছিলাম। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবাধ্যতার ফলস্বরূপ, দক্ষিণ-যিহুদার রাজ্য ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা অবরুদ্ধ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তারা ইস্রায়েলীয়দের বন্দি করে ব্যাবিলনে বাস করতে নিয়ে যায়। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন ভাববাদীদের দ্বারা এই কথা বলেছিলেন যে, এই বন্দীদশা তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত তারা ৭০ বৎসর পর পুনরায় নিজের দেশে ফিরে আসবে।

আগের দিন আমি কেবল এই ঘটনার কথা বলেছিলাম, আজ আমি আপনাদের জন্য বাইবেল থেকে পদ ধরে ধরে এই ঘটনাকে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই আসুন, আমরা **২য় বংশাবলি ৩৬:১৫-২৩ পদ** থেকে দেখি।

প্রথমে, আমরা ১৫-১৬ পদ দেখি, *"আর তাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু নিজের দূতদেরকে তাদের কাছে পাঠাতেন, প্রত্যুষে উঠে পাঠাতেন, কারণ তিনি নিজ প্রজাদের এবং নিজ বাসস্থানের প্রতি মমতা করতেন। কিন্তু তারা ঈশ্বরের দূতদের পরিহাস করত, তাঁর বাক্য তুচ্ছ করত, ও তাঁর ভাববাদীদের বিদ্রূপ করত; তার জন্য শেষে নিজের প্রজাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ উত্থিত হল, অবশেষে আর প্রতিকারের উপায় থাকল না।"*

তারপর, ১৭-১৯ পদ দেখি, *"অতএব তিনি কল্‌দীয়দের (ব্যাবিলনীয়দের) রাজাকে তাদের বিরুদ্ধে আনলেন, আর রাজা যুবকদের তাদের ধর্মধামে খড়্গ দ্বারা বধ করলেন, আর যুবক কি যুবতী, বৃদ্ধ কি জরাজীর্ণ, কারও প্রতি দয়া করলেন না; ঈশ্বর তাঁর হাতে সকলকে সমর্পণ করলেন। তিনি ঈশ্বরের গৃহের ছোট বড়ো সমস্ত পাত্র, সদাপ্রভুর গৃহের ধনকোষ সকল, এবং রাজার ও তার অধ্যক্ষদের ধনকোষ, সমস্তই বাবিলে নিয়ে গেলেন। আর তাঁর লোকেরা ঈশ্বরের গৃহ পুড়িয়ে দিল, জেরুশালেমের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলল, এবং সেখানকার অট্টালিকা সকল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল, সেখানকার সমস্ত মনোরম পাত্র বিনষ্ট করল।"*

তারপর, ২০-২১ পদ দেখি, *"আর তিনি খড়্গ থেকে অবশিষ্ট লোকদের বাবিলে নিয়ে গেলেন; তাতে পারস্য-রাজ্য, স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত লোকেরা তাঁর ও তাঁর সন্তানদের দাস থাকল। যিরমিয় দ্বারা সদাপ্রভুর বাক্য সকল সফল করণার্থে যে পর্যন্ত দেশ নিজের বিশ্রামকাল সকল ভোগ না করল, (সে পর্যন্ত এইরূপ হল); সত্তর বৎসর পূর্ণ করার জন্য নিজ উচ্ছিন্ন দশার সমস্ত কাল দেশ বিশ্রাম ভোগ করল।"*

এই কথা থেকে পরিষ্কার, কেন তারা ৭০ বৎসর ধরে এই বন্দীদশা ভোগ করেছিল। কারণ ৪৯০ বৎসর ধরে ঈশ্বরের প্রজারা ঈশ্বরের বিধানকে অগ্রাহ্য করে জীবন যাপন করেছিল। ঈশ্বরের সেই বিধান ছিল, প্রতি ৭ম বৎসর তারা ভূমিকে বিশ্রাম দেবে (লেবীয় ২৫:৪), কিন্তু তারা তা পালন করেনি। ঈশ্বর ৭০ বৎসর তাদের বন্দি করে বিদেশে পাঠিয়ে, তারা যে ৪৯০ বৎসরে ভূমিকে বিশ্রাম দেয়নি, তা একবারে দিয়েছিলেন (৪৯০=৭x ৭০)।

তারপর, ২২-২৩ পদ দেখি *"পরে পারস্য-রাজ কোরসের প্রথম বৎসরে যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য-সিদ্ধির জন্য সদাপ্রভু পারস্য-রাজ কোরসের মনে প্রবৃত্তি দিলেন, তাই তিনি নিজের রাজ্যে সর্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আজ্ঞা প্রচার করলেন, পারস্য-রাজ কোরস এই কথা কহেন, স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করেছেন, আর তিনি যিহূদা দেশের জেরুশালেমে তাঁর জন্য এক গৃহ নির্মাণ*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করবার ভার আমাকে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে, যে কেউ হোক, তার ঈশ্বর সদাপ্রভু তার সহবর্তী হোন, সে সেখানে যাক।''

তিন ধাপে তারা ইস্রায়েলে ফিরে এসেছিল। প্রথম ধাপে তাদের মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ ইস্রায়েলীয় দেশে ফিরে এসেছিল। দেশে ফিরে এসে সবার আগে তারা বলিদানের জন্য বেদি নির্মাণ করেছিল এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে পুনরায় পশুবলি শুরু করেছিল। ২ বৎসর পর তারা মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণের কাজও শেষ করেছিল। কিন্তু তারপর তারা বিভিন্ন অভিযোগ দেখিয়ে মন্দির নির্মাণের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে, নিজের নিজের বাড়ী নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে ১৬ বৎসর কেটে যায়। এই পরিস্থিতিতে হগয় ভাববাদী আত্মপ্রকাশ করেন ও ঈশ্বরকে তাদের জীবনের কেন্দ্রে স্থান দিতে আহ্বান করেন, পাশাপাশি মন্দির নির্মাণ শেষ করতে আহ্বান জানান।

আজ আমরা হগয় ১:৫-১১ পদ পাঠ করেছি। আজ আমরা এই অংশ থেকে ৩টি বিষয় শিখতে চলেছি।

১। আসুন, আমরা আলোচনা করি। ৬ পদে ঈশ্বর পুনরায় নিজেকে ***“বাহিনীগণের সদাপ্রভু''*** বলেছেন। এই নামে নিজেকে প্রকাশ করে ঈশ্বর পুনরায় তাদের মনোযোগ পেতে চেয়েছেন। কারণ তারা ঈশ্বরের মহত্ব ও শক্তিকে অস্বীকার করেছে। আমরাও খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে, অনেক সময় ঈশ্বরের মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বকে তেমন আমল দিই না। আর এইভাবে আমরা যখন ঈশ্বরের মহত্বকে অস্বীকার করি, তখন আমরা অন্য সামান্য বিষয়কে আমাদের জীবনে প্রাধান্য দিতে বাধ্য হয়ে থাকি। সেদিন সেই সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের জীবনেও তাই-ই হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের আরাধনা, প্রশংসা ও গৌরবের পরিবর্তে নিজেদের আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

সেদিন বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁর প্রজাদের যে কথা বলেছিলেন, তা হল, ***“তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর।''*** হগয় ভাববাদী পুস্তকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, মাত্র ২ অধ্যায়ে এই কথা ঈশ্বর ৫ বার বলেছেন: ১:৫ পদে, ১:৭ পদে, ২:১৫ পদে এবং ২:১৮ পদে ২ বার। এই কথার অর্থ আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি ফিরে দেখা, তথা আমাদের প্রতি যে সমস্ত বিষয় ঘটেছে, তারা কেন ঘটেছে, তা উপলব্ধি করা। সহজ কথায়, আত্ম-সমীক্ষা করা বা আত্ম-সমালোচনা করা।

কিন্তু এই কাজ সহজ নয়। বিশেষ করে আমরা যখন আমাদের জীবনে বিভিন্ন সামান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, তখন আত্ম-সমীক্ষা খুবই কঠিন কাজ। এখানে ঈশ্বর তাদের এমন কথা বলেননি, *“তোমাদের অনুভূতি কী বলে, কিংবা তোমাদের বন্ধুরা কী বলে?''* তার পরিবর্তে, ঈশ্বর চান, আমরা যেন আমাদের মনকে জিজ্ঞাসা করি, এবং গুরুতর সমীক্ষা চালাই। আজকের পৃথিবীতে, আমরা এমন অনেক খ্রীস্টবিশ্বাসী আছি, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা বলে থাকি, কিন্তু আমরা এমন জীবন যাপন করি, যে মনে হয়, যেন তিনি নেই। আমরা যদি সত্য স্বীকার করি, তাহলে, আমরা দেখতে পাই যে, আমরা অন্যদের জীবন পর্যালোচনা করতে খুবই পারদর্শী, কিন্তু আমরা নিজেদের জীবনের দিকে ফিরে দেখতে চাই না। আমরা সহজেই অন্যদের দোষ দেখতে পাই, আর নিজেদের জন্য অজুহাত তৈরী করতে ভালোবাসি। আর তাই, আজ শাস্ত্র আমাদের সেই কাজ বন্ধ করে, নিজদের জীবন পর্যালোচনা করতে বলছে।

যিরমিয়ের বিলাপ ৩:৪০ পদে বলা হয়েছে, ***“এস, আমরা আপন আপন পথের সন্ধান ও পরীক্ষা করি, এবং সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসি।''*** লূক ১৫:১৭ পদে সেই কনিষ্ঠ পুত্র এমন কথা বলেছে, ***“কিন্তু চেতনা পেলে সে বলল, আমার পিতার কত মজুর বেশি বেশি খাদ্য পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি।''*** আবার ২করিন্থীয় ১৩:৫ পদে পৌল বলেছেন, ***“আপনাদের পরীক্ষা করে দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছো কি না; প্রমাণার্থে আপনাদেরই পরীক্ষা কর। অথবা তোমরা কি আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে, যীশু খ্রীস্ট তোমাদিগেতে আছেন? অবশ্য যদি তোমরা অপ্রামাণিক না হও।''*** আসুন, ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের জীবনের সত্য আলোচনা করি।

২। আসুন আমরা শিখি। ৬ পদে বলা হয়েছে, আমরা যখন ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান স্থান

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দিই না, তখন কী ঘটে থাকে। ৬ পদে ঈশ্বর বলছেন, *"তোমরা অনেক বীজ বপন করেও অল্প সঞ্চয় করছ, আহার করেও তৃপ্ত হচ্ছ না, পান করেও আপ্যায়িত হচ্ছ না, পরিচ্ছদ পরেও উষ্ণ হচ্ছ না, এবং বেতনজীবি লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে।"* ঈশ্বর তাদের কৃষিকাজ ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দে হস্তক্ষেপ করেছেন। ঈশ্বরের এই কথা থেকে যে বিষয়টি জলের মতো পরিষ্কার, তা হল, আমরা যদি আমাদের জীবনে সঠিক বিষয়কে প্রাধান্য না দিই, আমরা কখনও সন্তুষ্ট হতে পারি না। তারা অনেক কাজ করেছিল, কিন্তু তারা সন্তুষ্টির মুখ দেখতে পায়নি। আর এইভাবে অসন্তুষ্টির সত্য উপলব্ধি আমাদেরকে কেবল ঈশ্বরেই যে আমাদের প্রকৃত সন্তুষ্টি, সেই সত্য দেখায়।

এইভাবে, তাদের বাস্তব জীবনে হস্তক্ষেপ করে ঈশ্বর তাদের মনোযোগ তাঁর প্রতি ফিরিয়েছিলেন। তাদের জীবনের ৩টি প্রাথমিক প্রয়োজনে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেছিলেন: খাদ্য, পানীয় ও পোষাক। ফুটো থলিতে টাকা রাখার মতো ঐ সমস্ত বিষয়ে তারা যা উপার্জন করেছে, তা তারা ভোগ করতে পারেনি। একইভাবে, ঈশ্বর যদি আমাদের জীবনের কেন্দ্রে না থাকেন, আমরা যা চাই, তা পেলেও, তা কখনও যথেষ্ট হবে না। এই সত্য শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে আমাদের চোখে পড়ে। লেবীয় ২৬:২৬ পদে বলা হয়েছে, *" . . . কিন্তু তোমরা তা খেয়ে তৃপ্ত হবে না।"* হোশেয় ৪:১০ পদে বলা হয়েছে, *"তারা ভোজন করবে, অথচ তৃপ্ত হবে না।"* আমোষ ৪:৬ পদে বলা হয়েছে, *"আমিও তোমাদের সমস্ত নগরে দন্তাবলির নির্মলতা ও তোমাদের সমস্ত বাসস্থানে অন্নাভাব তোমাদের দিলাম; তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরে আসলে না।"*

আজ ঈশ্বর আমাদের বলছেন, আমরা যেন আমাদের জীবনের বিভিন্ন কষ্ট ও দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি দিই, আর উপলব্ধি করি যে, আমাদের জীবনে এই সমস্ত ঘটেছে, কারণ আমরা তাঁকে আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি জানেন; আরও স্পষ্ট করে বললে, তিনিই আমাদের জীবনে সেই সমস্ত পরিস্থিতিকে অনুমতি দিয়েছেন। অনেক সময় আমরা যা চাই, ঈশ্বর তা আমাদের দিয়ে থাকেন, যেন আমরা আমাদের ভুল বুঝি, ও তাঁর কাছে ফিরে আসি। গীত ১০৬:১৫ পদে গীতরচক বলছেন,*"তাতে তিনি তাদের প্রার্থিত তাদের দিলেন, কিন্তু তাদের প্রাণে ক্ষীণতা (অসুস্থতা) পাঠালেন।"*

আরও পরিষ্কার করে বললে, এ কথার অর্থ হল, আমরা যদি আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্যকে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রথম স্থান থেকে উপরে রাখি, আমরা যা পেতে চাই, তা কখনও পাব না। কারণ একমাত্র ঈশ্বরই পারেন আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করতে। প্রথম মণ্ডলীর নেতা আগষ্টিন এমন কথা বলেছেন, *"তুমি (ঈশ্বর) তোমার জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছ, আর আমাদের হৃদয় যতক্ষণ না তোমাতে বিশ্রাম পায়, ততক্ষণ অশান্ত থাকে।" [Augustine, Confessions, I.1]*। তিনি আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান না হলে, আমাদের জীবন কখনও সঠিক পথে চলতে পারে না। হগয় ১:৯-১১ পদে, এই বিষয়টিই ঈশ্বর বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। ৯-১১ পদ পাঠ করি।

কৃষক যখন পাঠে তার বীজ বপন করে, তখন থেকেই সে ভালো ফসল আশা করে। যিশাইয় ৫:১০ পদে আমরা পাঠ করি যে, কৃষক এক হোমর (৬ ঐফা) বীজে এক ঐফা মাত্র শস্য উৎপন্ন করবে। এর দ্বারা ঈশ্বর তাঁর প্রতি তাদের মনোযোগকে ফিরাচ্ছিলেন। হগয় ভাববাদীর সময়ও ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের প্রতি একই কাজ করেছেন, কারণ তারা তাঁর মন্দির নির্মাণের কাজ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রেখেছে। তারা ঈশ্বরের সেবা করার পরিবর্তে কেবল নিজেদের সেবা করছিল। আর তাই ঈশ্বর এইভাবে তাদের ফসলে হস্তক্ষেপ করে ফেরাতে চাইছেন। তারা সেই সময় যে কাজ করছিল, তাদের সেই কাজকে আমরা যীশুর কথায় পরজাতিদের কাজ বলতে পারি। কারণ, মথি ৬:৩১-৩২ পদে যীশু এমন কথা বলেছেন, *"অতত্রব, এই বলে ভাবিত হয়ো না যে, কী ভোজন করব? বা কী পান করব? বা কী পরব? কারণ পরজাতিরাই এই সকল বিষয় চেষ্টা করে থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তো জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে।"*

২য় বিবরণ ২৮:২৩-২৪ পদ অনুসারে ঈশ্বর তাদের প্রতি এমন কাজ করেছেন। এখন, আমাদের যে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, ঈশ্বর তাদের প্রতি এমন করেছেন, তার কারণ এই নয় যে, তিনি তাদের ঘৃণা করেন। পরিবর্তে, তিনি তা করছেন, কারণ তিনি তাদের ভালোবাসেন; এবং চান, তারা যেন চেতনা পায় ও তাঁর কাছে ফিরে আসে। কিন্তু আমরাও সেই শক্তগ্রীব জাতির ন্যায় চেতনা পাই না, ফিরে আসি না (আমোষ ৪:৯)। অবশ্য, আমরা যেন ভুল চিন্তার অধিকারী না হই। আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্যাকে আমাদের নির্দেষ্ট পাপের ফল হিসাবে চিন্তা না করি। আমরা ইয়োব বা যিরমিয়ের কথা চিন্তা করতে পারি। এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে মন্দ ঘটনা আমাদের নিত্যসঙ্গী। আর তাই, **'আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের বাধ্যতার পুরস্কার নয়'** (গীত ৭৩); এবং **'শাস্তি সর্বদা আমাদের অবাধ্যতার সঙ্গে জড়িত নয়'** (ইয়োব)। পরিবর্তে, কষ্ট বা দুর্দশা সর্বদা আমাদের আত্ম-সমীক্ষার সুযোগ দিয়ে থাকে। প্রচারের রাজপুত্র নামে খ্যাত ইংল্যান্ডের পালক স্পারজনের ভাষায়, *"ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সাফল্যের সঙ্গে পাপ করতে দেন না।"* তিনি আমাদের এতো ভালোবাসেন যে, আমাদেরকে তিনি গোপনে পাপ করতে দেন না, তা প্রকাশ করে দেন।

সি. এস. লিউইসের কথায়, *"ঈশ্বর আমাদের আনন্দের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলেন; তিনি আমাদের বিবেক দংসনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে কথা বলেন; কিন্তু তিনি আমাদের দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে চীৎকার করে কথা বলেন। এ হল তাঁর মেগাফোন, যার দ্বারা তিনি বধির পৃথিবীকে জাগরিত করেন।"*

৩। আসুন, কাজ করি। কেবল আলোচনা করলে হবে না, কিংবা কেবল শিক্ষা করলেই হবে না। কিন্তু কাজে হাত লাগাতে হবে। আর তাই ৮ পদে ঈশ্বর সেদিন তাদের বলেছেন, ***"পর্বতে উঠে গিয়ে কাঠ আন, এই গৃহ নির্মাণ কর, তাতে আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হব।"*** এতদিন যা ভুল পথে চলেছে, তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। হগয় ভাববাদী পুস্তকে এই একটিই মাত্র আদেশ আমরা দেখতে পাই: ***যাও, নিয়ে এস, নির্মাণ কর।***

আমরা যখন কোনও পরিবর্তন চাই, তখন যে বিষয়টি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আমরা সেই পরিবর্তন কী পরিমাণে চাই। পরিবর্তনের সেই ইচ্ছা যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে সেই পরিবর্তন কোনও দিনই আসবে না। যেহেতু আমরা স্বার্থপর ও সময় নষ্ট করতে পারদর্শী, সেইহেতু প্রথমে আমাদের ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে। আমাদের তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আনন্দ ও গৌরবের চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমাদের তাঁর কাছে আসতে হবে। কারণ, তিনি যখন গৌরবান্বিত হন, তখনই কেবল আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি। আর তাই একজন প্রভুর দাসের (জন্ পাইপার) কথায়, *"আমরা যখন তাঁতে সবথেকে সন্তুষ্ট হই, তখনই তিনি আমাদের মধ্যে সবথেকে গৌরবান্বিত হন।"*

ঈশ্বর যখন আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান হন, তখন তিনি তাতে আনন্দ করে থাকেন। আর তাই ওয়েস্টমিন্স্টার বিশ্বাস স্বীকারোক্তির ১নং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, ***মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হল, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও অনন্তকাল ধরে তাঁকে উপভোগ করা।*** আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যারা ঈশ্বরকে তাদের জীবনের একটি অংশ মাত্র দিয়ে থাকেন। তারা তাদের জীবনকে বিভিন্ন কক্ষে ভাগ করে থাকেন: সমাজ, কর্মক্ষেত্র, পরিবার, শখ, শিক্ষা, অবসর বিনোদন এবং ধর্মীয়। তিনি আমাদের জীবনের একটি কক্ষ বা অংশ নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনের উপর তাঁর মালিকত্ব আশা করেন। কারণ তিনি কখনও তাঁর গৌরব অন্যকে দেন না (যিশাইয় ৪৮:১১)।

আর তাই যীশু আমাদের বলেছেন, ***"প্রথমে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকর্তার বিষয় চেষ্টা কর, . . ."*** (মথি ৬:৩৩)। আমরা যখন ঈশ্বরের আরাধনা করি, তখন সমস্ত বিষয় সঠিক পথে এগোয়। ঈশ্বর যখন আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয়ের উপর প্রভু হিসাবে কাজ করেন, তখন আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে থাকে।

আসুন আমরা সকলে সেই গীতরচকের মতো বলি, ***"আমি নিজ পথ সকল বিবেচনা করলাম, ও তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রতি আমার চরণ ফেরালাম। আমি সত্বর হলাম, বিলম্ব করলাম না, তোমার আজ্ঞা সকল পালন করবার জন্য"*** (গীত ১১৯:৫৯-৬০)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com